**Pratidhwani the Echo**
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.19-26*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# ভারতের সংবিধানে সমতার নীতি এবং ভারতে দারিদ্র্য দূরীকরণ: একটি আলোচনা

**Dr. Kakali Kundu**
*Assistant Professor & Head of the Department of Political Science. B. B. College, Asansol, West Bengal*

***Abstract***
*In Indian constitution article 14 said that all are equal, article 16(1) said that all citizens shall have equal opportunity in matters relating to public employment. But in reality we see that the most of the people have not work. They have not land and capital to produce wealth. So they are below poverty Line. We see the inequality or inequal distribution of property. Poverty is not a national problem ,it is an international problem. The Government of India has launched so many scheme to reduce poverty. Some are direct scheme ,some are indirect scheme. In 2005 the Government of India has introduced National Rural Employment Guarantee Act. It ensured 100days work for rural people .*

***Key Word_ Poverty, Right to equality, Poverty Alleviation , NREGA, ,International law of poverty, Poverty alleviation in India.***

দারিদ্র্য দূরীকরণের ধারণা বর্তমান সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক। দারিদ্রের ঘটনার সাথে উন্নয়নের ধারনা বিগত দুই দশক ধরে আলোচনার বিষয় হয়েছে। তবে দরিদ্র লোকের অবস্থা সব দেশে সমান ভাবে উন্নতি হয়নি। দারিদ্র্য দূর করার উপায় নিয়ে আলোচনার করার আগে কেন দরিদ্র বিকশিত হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা আশু প্রয়োজন। মন্টেক সিংহ আহুলিওলার মতে *(Ahuliwala , 1990,Pp.1-2)* দারিদ্র্যের কারণ হল জমি, পূঁজি ও শ্রমের অসম বন্টন। অর্থাৎ যে সমস্ত সম্পদ থেকে আয় সৃষ্টি হবে যেমন- জমি, পূঁজি ও শ্রম যেহেতু গ্রামের মানুষের কাছে পরিমিত মাত্রায় থাকে না, ফলে সীমিত আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ কাজে লাগিয়ে তারা দরিদ্র সীমার উপরে উঠতে পারে না। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র হচ্ছে সেই সব মানুষ যাদের জমি নেই, বা থাকলেও তা মূলধন বা পূঁজির অভাবে চাষের অযোগ্য আবার গ্রামীণ মানুষের দক্ষ শ্রম নেই। কাজেই অদক্ষ শ্রমের বাজার না থাকার জন্য তারা অদক্ষ শ্রম থেকে যা আয় করে তা দিয়ে তার এবং তার পরিবারের ভরন পোষন দুস্কর হয়ে পড়ে। তাছাড়া সীমিত জমি থাকার জন্য তারা বাজার থেকে ঋণ পান না। ফলে যাদের স্বল্প জমি আছে তারা কোন কোন সময় গ্রামের জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নেন এবং ঋণ শোধ করতে না পারলে তার জমিটাই মহাজনরা আত্মসাৎ করে এবং সেই ব্যক্তি নিদারুণ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। অর্জিত আয়ের সম্পদের অপ্রাচুর্য-ই দারিদ্র্যের কবলে পতিত হওয়ার এক মাত্র কারণ নয়। তাদের শারীরিক ও মানসিক সম্পদের অভাব ও

দারিদ্র্যের কারণ। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব থাকে। আবার এই সব মানুষের আয় স্বল্প হওয়ার দরুন তারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয় না। যে টাকা তারা উপার্জন করে তা তদের উদর পূর্তিতে ব্যয়িত হয়। এই প্রসঙ্গে ইউ গ্রান্ট *(U, Grant, 2005,P.1)* বলেছেন যে স্বাস্থ্য এবং দরিদ্রের মধ্যে একটা জটিল সর্ম্পক রয়েছে। যেমন অসুস্থতা দরিদ্রের কারণ হতে পারে কারণ উপযুক্ত খাদ্য, শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে সে অসুখে পড়তে পারে আবার টাকার অভাবে সে চিকিৎসা করাতে পারে না, বা সব জায়গায় সঠিক চিকিৎসার সুযোগ থাকে না। এর ফলে কোন ব্যক্তি অসুস্থ শরীরে কাজ করতে পারে না ফলে তার আয় ও হয় না। ফলস্বরূপ সে আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কোন মানুষ দরিদ্র হওয়ার পিছনে সম্পদের অসম বণ্টন দায়ী।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্তের *(দত্ত, 2000, p. 74)* মতে "গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রের সংখ্যা বাড়ার পিছনে একটা প্রধান কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি"। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একদিকে যেমন জমির পরিমাণ বাড়ে না, তেমনি কাজের পরিমাণ ও বাড়ে না । কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ফলে ছোট জোত আরো খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে, আবার জমি যাদের নেই তাদের সংখ্যা ও বাড়ছে। ফলে অসাম্য বাড়ছে। বহু গ্রামবাসীর দারিদ্র্যের মূলে আছে আংশিক কর্মহীনতা। অর্থাৎ বছরে অল্প কয়েকদিন কাজ জোটে কিন্তু অনেক দিন জোটে না। ফলে কোন ব্যক্তি দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। তাছাড়া গরীব মানুষ কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে অবগত থাকেনা ।

সাম্প্রতিক কালে দারিদ্র দূরীকরণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় জায়গা করে নিয়েছে *(Lucy William,2003,p.4)*। কারণ দারিদ্র্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা সমস্ত সমাজের পক্ষেই বিপজ্জনক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে চরম দারিদ্র্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা হল মানব মর্যাদার লঙ্ঘন *(GOI,2009,p.15)*। কাজেই বিশ্বকে দারিদ্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত রকমের বৈষম্যের অবসান হওয়া দরকার। এই কারণে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কাজে সকলের অংশ গ্রহণ, ক্ষমতায়ণ, দায়িত্বশীলতা জরুরী। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতি, ধর্ম, বর্ন, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত প্রভৃতির নিরিখে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বিপক্ষে *(GOI,2009,p. 16)* ।

ভারতের সংবিধানে ও সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে "আইন নিদিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না"। এমনকি ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন করে বলা হয় যে রাষ্ট্র কখনই ২১ নং ধারায় বর্ণিত জীবন ধারণের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এমনকি জরুরী অবস্থার সময় ও নয় । অর্থাৎ জীবন ধারণের অধিকারকে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকাররের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছে। কাজেই মানুষকে তার জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের ই কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৬ সালে অলিগা টেনিস বনাম মোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মামলায় বলা হয় যে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই ব্যাপারে আদালতের বক্তব্য ছিল যে, "নাগরিকদের উপযুক্ত জীবিকা অর্জন সুনিশ্চিত করা যদি রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা হয় তা হলে জীবিকা অর্জনের অধিকারকে জীবনের অধিকারের বাইরে রাখা নিছক তত্ত্ব সর্বস্বতা হবে"(মুখোপাধ্যায়,২০১৭ ,p . ১০৫)। মানবাধিকারের ২৩ নং ধারায় মানুষের জীবিকার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে –

১) প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের অধিকার স্বীকৃত এবং সে তার পছন্দ মত কাজ এবং পছন্দ মত পরিবেশে কাজ করতে পারবে।

২)প্রত্যেকে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাবে।

৩)প্রত্যেকের কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নে অংশ গ্রহন করবে।

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশ মূলক নীতিতে(৩৯,৪১,৪২ নং ধারায়) কাজের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ভারতের সং বিধানের ৩৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে-

ক)পুরুষ- মহিলা নির্বিশেষে সকল নাগরিক উপযুক্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার ভোগ করবে।

খ)পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে যাতে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী হয়।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সমান কাজের জন্য সমান বেতন একটি নির্দেশমূলক নীতি কিন্তু ১৯৯১ সালের গৃহ কল্যাণ বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলায় সুপ্রীম কোর্ট বলে যে সমান কাজের জন্য সমান বেতন মৌলিক অধিকারের মর্যাদা লাভ করেছে সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নং ধারার সাথে (মুখোপাধ্যায় ২০১৭ ,p. ১০৭)। তাছাড়া ৩৯ ঘ ধারায় যে সমান কাজের জন্য সমান মজুরীর কথা বলা হয়েছে তাকে কর্ম ক্ষেত্রে রুপায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভা কর্তৃক ১৯৭৬ সালে ইকুয়াল রেমুনাশন এক্ট প্রনীত হয় ।এর দ্বারা ৩৯ঘ ধারাকে যথাপো যুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতের সংবিধানের ৪১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র জনগণকে বেকার,বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় সাহায্য করবে আবার সংবিধানের ৪২ ধারায় রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী, সুন্দর জীবন যাত্রার মান , অবকাশ যাপন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবে। প্রসঙ্গগত উল্লেখ যে সংবিধানের ২১ নং ধারাকে ৩৯,৪১ এবং ৪২ ধারার সাথে যুক্ত করে আদালত এই রায় দিয়েছে যে, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার ২১ নং ধারার অন্তর্গত এবং এই ধারার অঙ্কুর নিহিত আছে নির্দেশ মূলক নীতিতে।( বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা বনাম ভারত রাষ্ট্র মামলায়, ১৯৮৪)। আবার ৪৭ ধারা অনুসারে পুষ্টি ও জীবনের মানোন্নয়ন এবং জন স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। ৪৭ নং ধারাকে ২১ নং ধারার সাথে যোগ করে সুপ্রীম কোর্ট এই মত দেয় যে,রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল দরিদ্রদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা(কিলোস্কার ব্রাদার্স লিমিটেড বনাম এমপ্লয়েজ স্টেট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন ,১৯৯৬)(মুখোপাধ্যায়, ২০১৭ ,p. ১১০)। ভারতের সংবিধানের ১৪,১৫,১৬ নং ধারায় সমস্ত রকম বৈষম্যের অবসানের কথা বলা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে। সকলের সমানাধিকার ও সম মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এছাড়া সমাজের দূর্বল শ্রেণির জন্য বিশেষ করে তপসীলি জাতি, উপজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা ভারতের সংবিধানে বলা হলেও “ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারীর পর ভারতে দরিদ্রদের অবস্থার সে রকম কোন উন্নতি হয়নি । এবং ধনী এবং দরিদ্র দের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে অনেক গুন, সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত মৌলিক অধিকার সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কাছে একটা “ধাঁধা”( GOI, 2009,p. 40) ভারতের আইন বিভাগ বিভিন্ন সময়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য কিছু আইন প্রনয়ন করেছ- ১৯৪৮ সালে নূন্যতম মজুরী আইন, মেটারনিটি বেনিফিট এক্ট১৯৬১, পেমেন্ট অব বোনাস এক্ট ১৯৬৫, ইউকুয়াল রেমুনারেশন এক্ট ১৯৭৬, চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন এন্ড রেগুলেশন এক্ট১৯৮৬।

**ভারতে দারিদ্র দূরীকরণ**

আহুলিওলার মতে দুভাবে দারিদ্র দূর করা সম্ভব ১- প্রত্যক্ষভাবে এবং ২ পরোক্ষভাবে। দারিদ্র দূরীকরনের প্রত্যক্ষ নীতি হল এখানে দরিদ্র ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য করা, বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্পের জন্য অর্থ প্রদান বা মজুরীভিত্তিক প্রকল্প গড়ে তোলা। দারিদ্রের বিকাশের যে সমস্ত কারণ জমি, মূলধন এবং ঋন গ্রহন প্রভৃতি প্রত্যক্ষ নীতির দ্বারা সম্ভব।এখানে সরাসরি দরিদ্র জন সাধারণের কাছে টাকা পৌঁছে যাবে যাতে তারা সরাসরি এর দ্বারা উপকৃত হন। অপর একটি নীতি যেটিকে জগদীশ ভগবতী নাম দিয়েছেন পরোক্ষ নীতি (Bhagwati,1988)। দারিদ্র দূরীকরণের এই নীতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দরিদ্র জনসাধারণ উপকৃত হবেন। এই নীতিতে অর্থনীতির বিকাশ এত বেশী হবে যে তার ফল এসে পড়বে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে। ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে এবং দারিদ্র দূর হবে। এই নীতিকে চূঁইয়ে পড়ার নীতি (Trickle Down Theory )ও বলা হয়।

ভারতে দারিদ্রের কারণ যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপশাসন ও অন্যায় জুলুম তা রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার The economic History of India নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন ( as cited in দত্ত, ২০০০,p . ৩৮ )। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানকারী মানুষের মধ্যে বেশীরভাগ ছিল দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। তারা গান্ধীজির সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিল এই ধারনা নিয়ে যে স্বাধীনতার পর দেশের দরিদ্রতম মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। স্বাধীনতার সময় দেখা গেল যে কিছু মানুষের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে আর বেশীরভাগ মানুষের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল সচেষ্ট ।ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তৈরী হল পরিকল্পনা কমিশন। বস্তুত প্রথম থেকে তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীন মানুষের উন্নয়নের জন্য কিছু হয় নি। এই সময় নেহেরু, দারিদ্র দূরীকরনের জন্য পরোক্ষ নীতি অবলম্বন করলেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে করা হল যাতে ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধি এত হবে যে তার ফলে দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতি হবে। এই নীতিকে বলা হয় 'চুইয়ে পড়ার নীতি' । রাজনীতিবিদেরা দারিদ্র হ্রাসের নাটকীয় পরিবর্তনের পক্ষপাতী। এই কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনায় চূঁইয়ে পড়ার নীতি গ্রহণ করা হল । কমুনিটি ডেভেলপমেন্ট ১৯৫২ , কৃষির বিকাশ -১৯৬৪, ব্যবস্থা করা হল কিন্তু ১৯৬৬ সালে দেখা গেল যে এই চূঁইয়ে পড়ার নীতিটি গরীবদের অবস্থার প্রকৃত অবস্থার উন্নয়ন হয় নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত সুফল ভোগ করল শিল্পপতি,ব্যবসায়ী,মহাজন ও নতুন ধনী কৃষকরা (Desai, 1987,p. 1291)। উন্নয়নের ফল দরিদ্রদের হাতে পৌছনোর আগেই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে গরীবদের অবস্থার প্রকৃত কোন উন্নয়ন সম্ভব হল না। এই সময়(১৯৫২-১৯৬৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল সবাই ভোগ করতে পারে নি। এই কারণে এর পর থেকে দারিদ্র দূরীকরণকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনায় গরিবদের অবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান এবং মৌল প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

ষাটের দশকের মধ্য ভাগে গ্রামীণ বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন-ই হল গ্রামীণ বিকাশের অর্থ *(Desai, 1987 ,p. 1291) )*। ১৯৭৫ সালে বিশ্বব্যঙ্ক সেক্টর পেপার "রুরাল ডেভেলপম্যান্ট" *(World Bank sector paper,1975)* নামক একটি প্রতিবেদন পেশ করে সেখানেও গ্রামীন উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে দরিদ্র জনসাধারণকে রাখা হয় এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির কথা বলা হয়। গ্রামীন দরিদ্র বলতে বোঝানো হয় গ্রামের ভূমিহীন-চাষি, ভাগ চাষী, প্রান্তিক

চাষীসহ সে সব মানুষ যারা জীবন যাপনের প্রান্ত সীমায় উপনীত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রামীন দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়। এই সময় ভারতেও গরীবি হটাও সহ ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা কর্ম সূচী প্রচলন করা হয়। দেশাই দেখিয়েছেন যে ১৯৭৫-১৯৮৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরণ কর্ম সুচি গ্রহন করা হয় । তিনি সেগুলিকে একত্রে করে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন (Desai,1987 ,p. 1293)।

ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন কর্ম সূচী গ্রহন করা হয়। বিশেষ করে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে ভারতে গ্রামীন দরিদ্রদের উপর মনোনিবেশ করা হয়। সমাজের আর্থ- সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়।ভারতে যে সমস্ত দারিদ্র দূরীকরন কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে ইসুদীন ( Yesudin ,২০০৭, পৃ ,৩৬৪-৩৭৩)সেগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন-

১)স্বনিযুক্তি প্রকল্পঃ RDP , স্বর্নজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা।

২)মজুরী ভিত্তিক প্রকল্পঃNREP,RLEGP,JRY।

৩) খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প-PDS

৪)সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী।

এ, আর, দেশাই তার রুরাল ডেভলেপমেন্ট এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন ইন্ডেপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ( Desai, ১৯৮৭,পৃ.১২৯৩-১২৯৪) নামক প্রবন্ধে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতে গ্রামীন উন্নয়নের জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে ছিল সে গুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

১) সেই সব প্রকল্প যা গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের উপকারে লাগবে। এর মধ্যে পড়ে আই,আর,ডি,পি এবং পুষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্প , অন্ত্যদয় প্রকল্প যা গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করা ।

২) এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প - যেমন খরা প্রবন এলাকা উন্নয়ন, মরুভূমি উন্নয়ন প্রকল্প , পাহাড়ী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।

৩) আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ।শিক্ষা, স্বাস্থ্য,পরিবহন,পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, ন্যার্য মূল্যের দোকানের ব্যবস্থা করা ।

৪)বিভিন্ন উৎপাদন ভিত্তিক প্রকল্প,জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ,খরা প্রবন এলাকায় চাষের ব্যবস্থার উন্নয়ন, হস্ত শিল্পের বিকাশ,ডেয়ারী শিল্প, চাষের উন্নতির জন্য সাঁর ব্যবহার এবং উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করা হয় যাতে ভালো ফসল পাওয়া যায়।

এই সব প্রকল্প গুলি গ্রহন করা হলে ও এগুলি গরিব মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে পারে নি । এই প্রকল্প গুলি ছিল “অসংলগ্ন”,’কর্তৃত্ব মূলক’,এবং ‘উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া’। তাছাড়া এই প্রকল্প গুলিতে “সাধারন মানুষের অংশগ্রহনের কোন সুযোগ ছিল না” (Desai,1987,p. 1294)। এইভাবে ভারতের সংবিধানে গরিবদের জন্য কিছু রক্ষা কবচ এবং কিছু আইন প্রবর্তন করা সত্তেও দরিদ্র ব্যক্তিদের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য তাদের কাছে এক অলীক কল্পনা। গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের রোজগার নির্ভর করে তারা কতদিন কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে ও সেই কাজের জন্য কি মজুরী পাচ্ছেন তার উপর। বছরের সব সময় গ্রামে কাজের সমান সুযোগ থাকে না বিশেষ করে যারা কৃষি সং ক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত তাদের অনেকেই বছরের বেশ

কিছুটা সময় বেকার থাকেন ও রোজগারের অভাবে দারিদ্রের মধ্যে থাকেন। সরকার অনেক বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও কর্মক্ষম মানুষ যারা কায়িক পরিশ্রম করতে পারে.। তাদের কাজ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে আসছে। রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ রোজগার অনুকল্প,জওহর রোজগার যোজনা, খাদ্যের জন্য কাজের প্রকল্প। আমরা জানি এগুলি ব্যর্থ হয়েছিল মূলত আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা, মহিলাদের কম অংশ গ্রহন, কাজের নিশ্চয়তার অভাব, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার অভাব এবং যোগান ভিত্তিক প্রকল্প ইত্যাদী কারনে , এগুলির বেশীর ভাগই জন সাধারণের জীবনে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল (Hirway ,2005 ,p. 703)। সব চেয়ে বড় কথা হল এই সব প্রকল্প গুলির কোন আইন গত স্বীকৃতি ছিলা না। প্রকল্প গুলি পরিচালনার ব্যপারে সরকারের তেমন কোন দায় বদ্ধতা ছিল না। অনেক সময় প্রকল্প গুলি চলবে কিনা তা সরকারের মর্জির উপর নির্ভর করতো। (Pankaj, 2012,p. 10)। অনেকবার দেখা গেছে যে জনসাধারন প্রকল্প গুলি সম্পর্কে সাধার ভাবে অজ্ঞ (দে, ২০০৭, p . ৪)। প্রকল্পগুলিতে সাধার মানুষের অংশ গ্রহন তেমন ছিল না, তাছাড়া প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা গ্রহন, প্রণয়নের দুর্বলতা ছিল এমনকি বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে স্বমন্বয়ের অভাব ছিল। (Desai,1987,p.1294)। নবম পরিকল্পনা কালে দারিদ্র দূরীকরনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং আশা করা হয়েছিল যে২০০১ সালের মধ্যে ভারতের গ্রামীন দারিদ্রকে ১৮.৬ % নামিয়ে আনা যাবে। কিন্তু ২০০০ সালে দেখা গেল যে ভারতের ২৭.০৯ % গ্রামীণ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে রয়েছে (Planning Commission-2002-2007,p302) নবম পরিকল্পনায় যে সমস্ত মজুরী ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহন করেছিল সেগুলি বেশী শ্রমের বাজার সৃষ্টি করতে পারে নি এবং টাকার বরাদ্দও সব জায়গায় সমান ভাবে হয় নি। এই কারনে এই সময় দারিদ্র দূরীকরনের ক্ষেত্রে রাজ্য গুলির মধ্যে অসম ব্যবস্থা দেখা গেছে (Planning Commission-2002-2007, p302) ফলে উত্তর প্রদেশ,বিহার, উড়িশ্যা,মধ্যপ্রদেশ পশ্চিম বঙ্গে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৬৯% মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে ছিল (Planning Commission-2002-2007, para-3.2.5, p.২৯৩)। কেরেলা, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িশ্যার পঞ্চায়েত গুলি টাকার অভাবে বেশি সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে নি (Planning Commission-2002-2007,p২৯৬)। সম্পূর্ন গ্রামীণ রোজগার যোজনা ( SGRY), জহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা ,EAS ,Food for work Programme ও তার লক্ষ্য পূরন করতে পারে নি। ২০০১ সালে এই সব কাজের শ্রমের মজুরী কিছু নগদে এবং কিছু শস্যে দেওয়া হতো। নবম পরিকল্পনায় মজুরী ভিত্তিক প্রকল্প গুলি বেশী শ্রমের বাজার সৃষ্টি করতে পারেনি এবং দারিদ্র ও দূরীকরন ও সেভাবে হয়নি তাই দশম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র কমিয়ে আনা এবং কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা (Planning Commission-2002-2007,p.302, para 3.2.40)। এই সময়(২০০২-২০০৭) প্রজেক্টেড জি.ডি.পি রেট ৮% ধরা হয় এবং এই ভাবে চলতে থাকলে ৫%পয়েন্ট দারিদ্র কমিয়ে আনা যাবে ২০০৭ এর মধ্যে এবং ২০১১-১২ সালে আশা করা হয় যে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে দারিদ্র ১৫% পয়েন্ট কমানো যাবে।

এই উদ্দেশ্যে দশম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উপর জোর দিতে লাগলো। যাতে মানুষের স্থায়ী কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় গ্রামীন কর্ম নিশ্চয়তা আইন প্রনয়ন করা হয় ২০০৫ সালে। কারন ২০০৪ সালে ও দেখা গেছে যে ভারতে দারিদ্র রয়ে গেছে। নিম্নে লাখদাওয়ালা কমিটি এবং তেন্ডুল্কর কমিটির মতে দারিদ্রের হিসাব দেওয়া হল।

সারণি -১ দারিদ্র নিয়ে লাখদাওয়ালা কমিটি ও তেন্ডুল্কর কমিটির তুলনামূলক চিত্র(১৯৯৩-৯৪ এবং২০০৪-২০০৫)

| SL. No | Year | Existing Methodology | | | Tendulkar Methodology | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rural | Urban | Combined | Rural | Urban | Combined |
| 1 | 1993-94 | 37.3 | 32.4 | 36.0 | 50.1 | 31.8 | 45.3 |
| 2 | 2004-05 | 28.3 | 25.7 | 27.5 | 41.8 | 25.7 | 37.2 |

*(Source: Planning Commission(2011).Press Note on Poverty Estimates. Government of India on 27th January. P.4)*

কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন প্রনয়ন পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে বেশী দায়িত্বশীল এবং শক্তিশালী করবে।(Aiyar&Samji,2006 ,p. 320) । আগে সরকার বা সরকারে হয়ে পঞ্চায়েত বিভিন্ন প্রকল্পে কোন কাজ চালু করলে তাতে সাধারন মানুষ কাজ পেতেন কিন্তু কাজের প্রয়োজন আছে এমন মানুষ কাজ চাইলেই তা দিতে হবে এ রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না । এই ব্যবস্থায় কেউ কাজ পেতেন কেউ কাজ পেতেন না এবং মানুষের কাজের চাহিদার সঙ্গে পঞ্চায়েতের কাজ দেওয়ার বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সব খেটে খাওয়া মানুষদের তাদের প্রয়োজনে কাজ দিতে না পারলে তারা রোজগার থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের খাওয়া –পরা জুটবে না।কাজেই গ্রামের অদক্ষ শ্রম জীবি মানুষ যাতে কাজ চেয়ে কাজ পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় গ্রামীন কর্ম নিশ্চয়তা আইন (NREGA) প্রবর্তন করে।আশা করা যায় এর ফলে গ্রামীণ মানুষের বছরে ১০০ দিন কর্ম নিশ্চিত হবে এবং তারা তাদের জন্য অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে ফলে দারিদ্রে দূর হবে।

## References:


1. Ahluwalia ,S. Montek (1990). Policies for Poverty Alleviation. *Asian Development Review: Studies of Asian and Pacific Economic Issues*, 8 (1), 1-16.
2. Aiyar, Y. and Samji , S., 2006- January28-feb-3). 'Improving the Effectiveness of National Rural Employment Guarantee Act'. *Economic & Political weekly. XLI* ( 4.), 320-326.
3. Bhagwati , Jagdish. (1988). Poverty and Public Policy .*World Development* , 16 (5 ).
4. দত্ত, অম্লান। (2000)। *শতাব্দীর প্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক বিকাশ।* কলকাতা । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
5. দে, ব্রতীন (বাংলা অনুবাদ) (২০০৭) ( মূল লেখক দে ,নিখিল।,দ্রেজ,জ্যাঁ।,খেরা, রীতিকা-2006)। *রোজগার নিশ্চয়তা আইন। প্রথম পাঠ* নয়াদিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ,ইন্ডিয়া। পৃ-7,8,29,30.

6. Desai, A.R. (1987, August 1). Rural Development and Human Rights in Independent India. *Economic and Political Weekly,* 22( 31) , 1291-1296.
7. Grant,U.(2005, February25 ).Workshop paper-1: *Health and Poverty linkages*. Paper presented at the DFID work shop: Perspectives of the chronically poor-meeting the Health Related needs of the Very Poor.
8. Government of India (2009, November). *Report of the Expert Group to Review the Methodology for Estimation of Poverty*. Government of India. Planning Commission.1-17.
9. Hirway, I. (2005). Enhancing Livelihood Security Through the National Employment Guarantee Act : Towards Effective Operationalisation of the Act. *The Indian Journal of Economics,48* (4), 703.
10. Lucy, W. (2006). *International Poverty Law*. Landon: Zed Book House. P.108.
11. মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার (২০১৬)। *ভারতীয় সংবিধান পরিক্রমা।* কলকাতা: শ্রীধর পাবলিশার্স। পৃ-৩৩০।
12. Pankaj, K. Ashok (2012).Guaranteeing Right to Work In Rural India: Context, Issues and Policies. In Pankaj, K. Ashok (eds.), *Right to work and Rural India: Working of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS).* (p.12). New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd.
13. Planning Commission (2002-2007). Poverty Alleviation in Rural India-Strategy and Programmes. Pp 293-314. Retrieved from
14. http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/fiveyr/10th/volume2/v2_ch3_2.pdf Accessed on 21/07/2018.
15. World Bank Sector paper (1975). Rural Development. Washington DC: World Bank. P.3. Vyas,V.S. and Bhargava, Pradeep (1995,October 14-21). Public Intervention for Poverty Alleviation : An Overview. *Economic and Political Weekly, 30* (40/41 ), 2559-2569+2563-2565 +2567 -2569+2571-2572.
16. Yesudin .C.A.K.(2007 October ). Poverty Alleviation Programmes in India : A Social Audit. Mumbai: Tata Institute of Social Sciences. *Indian j med res 126,* 364-373. Review Article .Retrieved from http://icmr.nic.in/ijmr/2007october/1013.pdf Accessed on 18/1/ 2013.